সংবাদ

006

তারিখ 08 JUL 1985
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৯২

নয়া বেতন স্কেল প্রসঙ্গে

নয়া বেতন স্কেলকে কেন্দ্র করে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। খোদ সচিবালয়ে গত কয়েকদিন যাবৎ নানাভাবে এই বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। কিছুসংখ্যক কর্মচারীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি চীন যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ ধরনের বিক্ষোভ ও ধর্মঘটকে অবাঞ্ছিত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, কর্মচারীরা তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জানাতে পারেন; সরকার তা বিবেচনা করতে ও প্রয়োজনবোধে বেতন স্কেল সংশোধন করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

স্বাধীনতার পর জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে কমপক্ষে সাত-আটগুণ। সে তুলনায় কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে সামান্যই। ফলে তাঁদের প্রকৃত আয় গুরুতররূপে হ্রাস পায় এবং সৎভাবে ও ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এই পটভূমিতেই সরকার গত বছর জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করেন এবং কমিশনের সুপারিশের কিছু রদবদল করে গত ২রা জুলাই নয়া বেতন স্কেল ঘোষণা করেন। কর্মচারীদের চাহিদা ও সরকারের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কর্মচারীদের যে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে তাতে কর্মচারীদের একটা বড় অংশ হতাশ হয়েছেন। অবশ্য মূল বেতনের যে স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে অসন্তোষজনক বলার উপায় নেই। প্রতিটি গ্রেডেই মূল বেতন সাবেক স্কেলের মূল বেতনের তুলনায় দ্বিগুণ বা তারও কিছু বেশী হয়েছে। এমনকি নয়া বেতন স্কেল ঘোষণার আগে প্রচলিত শতকরা ৬০ ভাগ মহার্ঘভাতা যোগ করলেও নয়া মূল বেতন দাঁড়াবে গড়পরতা দেড়গুণ বা তার কাছাকাছি। বৃদ্ধি হিসাবে একেও কম বলা চলে না। কিন্তু এখানে উচ্চতম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা সাবেক মূল বেতন ও মহার্ঘভাতার ওপর নয়া বেতন স্কেলে মূল বেতনের ক্ষেত্রে যে বাড়তি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন নিম্নতম গ্রেডের কর্মচারী পাচ্ছেন আনুপাতিক হারে তার চেয়ে কম। ফলে কম বেতনের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়।

নয়া বেতন স্কেল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বাড়ী ভাড়া ভাতা ও টাইম স্কেলকে কেন্দ্র করে। বাড়ী ভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে 'সিলিং' প্রথা বিলুপ্ত করে মূল বেতনের শতকরা হিসাবে এই ভাতা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতি হিসাবে এটা খারাপ নয়। কিন্তু বাড়ী ভাড়া ভাতা অযৌক্তিক রকম কম হারে ধার্য করায় উঁচু ও মাঝারি স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে যারা সরকারী বাড়ীতে থাকেন না তারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে মূল বেতন বৃদ্ধির অঙ্কও এই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারছে না।

টাইম স্কেলের ব্যাপারে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা কর্মচারীদের অসন্তোষের একটা প্রধান কারণ। বর্তমান সরকারের আমলে কর্মচারীরা সবচেয়ে বড় সুবিধা পেয়েছিলেন ও তাদের দীর্ঘদিনের একটা অভিযোগের প্রতিকার হয়েছিল টাইম স্কেল পদ্ধতি চালু করার ফলে। এতে একজন কর্মচারী কোন একটি গ্রেডে নির্দিষ্ট মেয়াদ চাকরি করার পর পদোন্নতি না পেলেও উচ্চতর গ্রেডের আর্থিক সুবিধা পেতেন। নয়া বেতন স্কেল ঘোষণার সাথে সাথে টাইম স্কেল বাতিল করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি ভবিষ্যতের জন্য প্রযোজ্য, না অতীতে যারা টাইম স্কেলের সুবিধা পেয়েছেন তাদেরও সে সুবিধা কেটে নেয়া হবে এটা পরিষ্কার করা হয়নি। অতীতে পাওয়া টাইম স্কেলের সুবিধা কেটে নেয়া হলে বহু সংখ্যক কর্মচারী নয়া বেতন স্কেল বাবদ বিশেষ কোন আর্থিক সুবিধাই পাবেন না। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

সুখের বিষয়, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সরকারের খোলা মন রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন এবং কারো কোন যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকারের আশ্বাসও দিয়েছেন। অর্থ উপদেষ্টা জনাব এম, সাইদুজ্জামানও সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে বলেছেন যে, বেতন নির্ধারণ ও পে অর্ডার ইস্যু করলে দেখা যাবে সকলেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। আমাদের মনে হয়, যেসব বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে সরকার সেগুলো সম্পর্কে অবিলম্বে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে ভাল করবেন। এতে কর্মচারীদের মন থেকে অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং কোন বিষয়ে যদি অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি থেকে থাকে তা-ও পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার নয়া বেতন স্কেল চালু করেছেন তা-ই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কর্মচারীদের প্রতিও আমাদের আবেদন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী-দাওয়া বা বক্তব্য পেশ করুন এবং কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন।

আমরাও মনে করি, মূল বেতনের ক্ষেত্রে এখানে সেখানে কিছু অসামঞ্জস্য থেকে থাকলে তা দূর করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। বাড়ী ভাড়া ভাতার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে বর্তমানে যিনি যে অঙ্কের অর্থ বাড়ী ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন নয়া বেতন স্কেলের আওতায় তার চেয়ে কম হবে না এরূপ একটা নিশ্চয়তা থাকা উচিত। টাইম স্কেলের বিষয়টাও সরকারের পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের একটা অভিযোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সরকার যে কল্যাণকর পদ্ধতিটি চালু করেছিলেন তা অব্যাহত রাখার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।